অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানেরই সেবা করা হয়। যেমন বৈষ্ণবে বন্ধুভাবে সৎকার এবং গো-সকলকে তৃণ-জলাদি অর্পণের দ্বারা পরিচর্য্যা। বৈষ্ণবে বন্ধুসৎকার বলিতে বৈষ্ণব বুদ্ধিতে অর্থাৎ ইনি বিষ্ণুর দাস, অতএব আমার পরম বান্ধব—এই বুদ্ধিতে তাঁহার উপকারাদি করিবে : কিন্তু ঈশ্বরবুদ্ধিতে বন্ধুভাব হইতে পারে না। যেহেতু পরমেশ্বরের প্রতি প্রভুভাবই রাখিবার জন্যই শাস্ত্র উপদেশ করেন। যেহেতু "ঈশ্বরে তদধীনেষু"—এই ১১।২।৪৪ শ্লোকে হরিযোগেন্দ্র পরমেশ্বরে প্রেম এবং ভগবদ্ভক্তজনে বন্ধুভাবের কথা উপদেশ করিয়াছেন। গো-সকলকে তৃণ-জলাদি প্রদান করিবে—এস্থানেও গো-দৃষ্টিতেই তৃণ-জলাদি প্রদান করিবার জন্য উপদেশ করা হইয়াছে। কারণ গো-দৃষ্টিতেই তৃণ-জলাদি প্রদানে সেবা করিবার উপযোগিতা আছে। কিন্তু চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণুদৃষ্টিতে তৃণ-জলাদি দ্বারা সেবা করিবার উপযোগিতা নাই ; যেহেতু তৃণ-জলাদি বিষ্ণুর ভোজনীয় নহে। ১১।১১।৪০ শ্লোকে উল্লেখ আছে—

যদ্‌যৎ প্রিয়তমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদনন্ত্যায় কল্পতে ॥

"হে উদ্ধব! এই জগতে যাহা যাহা আমার প্রিয়তম বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে এবং তন্মধ্যেও ভক্তের নিজ প্রিয়তম সেই সেই বস্তু আমাকে অর্পণ করিলে তাহা অনন্ত ফলের জন্য কল্পিত হয়।" এই প্রমাণে বেশ বুঝা গেল যে—যাহা যাহা ভগবানের প্রিয়বস্তু, তাহা তাহাই ভগবানকে অর্পণ করিতে হয়। গরুতে ভগবৎদৃষ্টিতে পূজা করা অভিমত হইলে শ্রীবিষ্ণুর অভক্ষ্য তৃণ-জলাদি দ্বারা পূজা করিবার ব্যবস্থা উপদেশ করিতেন না। এই প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য এই যে—যদি অধিষ্ঠানে শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভুজত্বাদি রূপ চিন্তা করিয়া পূজা করিবার উপদেশ করিয়াছেন, তথাপি কোন কোন অধিষ্ঠানে সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুরই ধ্যান করিবে ; কোন কোন অধিষ্ঠানে সেই অধিষ্ঠানেরই চিন্তায় সেবা করিবে। তন্মধ্যে বৈষ্ণব অধিষ্ঠানে বৈষ্ণববুদ্ধিতেই বন্ধুভাবে সৎকার করিবে, গো-দেহ শ্রীবিষ্ণুর প্রিয় ; অতএব গো-র সেবা করিলেই শ্রীবিষ্ণু সন্তুষ্ট হইবেন—এই বুদ্ধিতে পূজা করিতে হইবে। এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা কিন্তু সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্ণুরই উপাসনারূপ। যেমন হৃদয়াকাশে ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা, জলে জলাদি উপকরণ দ্রব্যদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর তর্পণাদি করা। অগ্নিপ্রভৃতি অধিষ্ঠানে সেই অগ্নিপ্রভৃতির অন্তর্য্যামীরূপেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য, কখনও কিন্তু নিজ প্রেমসেবাবিশেষের আশ্রয় নিজ অভীষ্ট ভগবানের রূপবিশেষের চিন্তা করিবে না। যেহেতু নিজ